ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022

THE 'KAINYA BIYA' OF THE BARAK VALLEY: IN THE MIRROR OF FOLKLORE

Dr. Bubul Sarma
Associate Professor,
Department of Bengali, Assam University, Silchar - 11
Email - bubulsarma1973@gmail.com
Mobile No - 9435172623

Abstract:
The folk festival called 'Kainya Biya' is basically an extended version of 'Putul Bier' in the playhouses of teenage girls in rural Bengal. The time to give 'Kainya Biya' is in the month of Baisakh. There is no specific day, there is no Tithi, from 1st to 30th of the month of Baishakh, the practice of giving 'Kainya Biya' is common. A popular game among small village girls is puppet play. Playing dolls was a pastime for teenage girls, just like cooking at home. Gradually, a folk culture called 'Kainya Biya' emerged from this puppet play. The society and culture of the Barak Valley has gained many excellences with the remarkable change of time. With the evolution of time, the ceremony called 'Kainya Biya' is almost extinct today.

In the Barak Valley 'Kainya Biya' is sometimes referred to as 'Tenar Kainyar Biya'. The word 'Tena' means wool or old cloth. Completely devoid of men, this event is attended by girls to the elderly women of the house. The ceremony of 'Kainya Biya' in the presence of elderly women is celebrated with the same pomp and ceremony as a full wedding ceremony.

Keywords: Barak Valley,
remarkable, cloth, culture, dolls, Baisakh.village, old cloth.

Main discussion:

(১)

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দক্ষিণ আসামের তিনটি প্রশাসনিক জেলা (কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি) নিয়ে গঠিত প্রান্তিক জনপদ বরাক উপত্যকা। বরাক নদী বিধৌত এই জনপদে রয়েছে বৈচিত্র। চারদিকে চিরসবুজ অরণ্যানী, খাল-বিল, নদী-নালা, ঝোপ-ঝাড়, সারি-সারি চা- বাগানের বিচিত্র মন মাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমারোহের মাঝে বরাক উপত্যকার জনপদ গড়ে উঠেছে। বরাক উপত্যকায় নানা নরগোষ্ঠী, হিন্দু, বৌদ্ধ, এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022

জীবনধারার সমন্বয়ও স্বতন্ত্র বহমান। প্রাচীনকাল থেকেই ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। বরাক উপত্যকার ভূ-প্রাকৃতিক গঠন সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য, " চট্টগ্রামের পার্বত্য- চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য- ত্রিপুরা অঞ্চল, কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে হালিয়াকান্দি অঞ্চল, এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্বাঞ্চলকে মোটামুটি পুরাভূমির অন্তর্গতই বলিতে হয়। ---- এইসব ভূখণ্ড পুরাতন গঠন, এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।" [১] প্রাচীনকাল থেকেই উক্ত উপত্যকায় মানুষের বসবাস ছিল এবং তাদের ধর্ম- কর্ম, আচার- অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীনত্বের ছাপ পরিলক্ষিত।

বরাক উপত্যকার মানুষ খুবই আমোদ ও উৎসবপ্রিয়। দুঃখ- কষ্ট,অভাব -অনটন ভুলে সারা বছরই কোন না কোন উৎসব উপলক্ষে উক্ত উপত্যকার মানুষ মেতে ওঠে। বস্তুত বৃহত্তর বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন হলেও সামাজিক- সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিংবা আচার- আচরণ, শিল্প -সাহিত্য, নানা উৎসবে বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। বিষয় বৈচিত্রে কিংবা বিশালতায় উক্ত উপত্যকার লোকসাহিত্য যা কিনা বরাক উপত্যকার সংস্কৃতির জগতে এক অমূল্য ভান্ডার হিসেবে পরিচিত। আমাদের আলোচ্য 'কইন্যা বিয়া' নামক লোকউৎসব মূলত গ্রাম বাংলার কিশোরী মেয়েদের খেলা ঘরে 'পুতুল বিয়ের'ই বর্ধিত সংস্করণ। জন্মসূত্রে বরাক উপত্যকার নাড়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সেই সুবাদেই 'কইন্যা বিয়া' নামক লোক উৎসবটির সাথে আমার ছোটবেলা থেকেই পরিচয়। 'কইন্যা বিয়া'র অনুষ্ঠানটি মুখ্যত দুটি পর্বে বিন্যস্ত - 'কইন্যা বিয়া' ও 'কইন্যা ভাসানী'।

'কইন্যা বিয়া' দেওয়ার সময় হচ্ছে বৈশাখ মাস। নির্দিষ্ট কোন দিন নেই, তিথি নেই, বৈশাখ মাসের ১ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত 'কইন্যা বিয়া' দেওয়ার রীতি প্রচলিত । আবার বিভিন্ন অসুবিধার কারণে কোথাও কোথাও জৈষ্ঠ মাসের ১৫ তারিখের ভিতরেও 'কইন্যা বিয়া' ও 'কন্যা ভাসানী'র অনুষ্ঠানও পালিত হয়। আবার কোথাও কোথাও বৈশাখ মাসের যে কোন একদিন বিকেলে 'কইন্যা বিয়া' নামক লোক উৎসব পালিত হয়। কিন্তু, বৈশাখ মাসের ৩০ তারিখ 'কইন্য বিয়া'র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে 'কইন্যা ভাসানী'র মূল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়। গ্রামের ছোট ছোট বালিকা মেয়েদের একটি জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে পুতুল খেলা। কিশোরী মেয়েদের খেলা ঘরে রান্না -বাটি খেলার মতই পুতুল খেলা ছিল একটি বিনোদন। ধীরে ধীরে এই পুতুল খেলা থেকে 'কইন্যা বিয়া' নামক একটি লোকাচারের সৃষ্টি হয়। লক্ষণীয় সময়ের পরিবর্তনে বরাক উপত্যকার সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতি নানা উৎকর্ষতা লাভ করেছে। কালের বিবর্তনে 'কইন্যা বিয়া' নামক অনুষ্ঠান আজ প্রায় লুপ্ত।

বরাক উপত্যকায় 'কইন্যা বিয়া'কে অনেক সময় বলা হয়, 'তেনার কইন্যার বিয়া'। 'তেনা' শব্দের অর্থ নেকড়া বা পুরনো কাপড়। সম্পূর্ণ পুরুষ বর্জিত এই লোক অনুষ্ঠানে বালিকা থেকে বাড়ির বয়স্কা মহিলা পর্যন্ত সামিল হন। বয়স্কা রমনীদের সান্নিধ্যে 'কইন্যা বিয়া'র অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বিবাহের অনুষ্ঠানের মতই সাড়ম্বরে পালিত হয়। এবার আসা যাক, পুতুল তৈরির ব্যাপারে, বাড়ির ঠাকুমা, দিদা পুরনো কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরি করে দেন। সেই পুতুল নিয়ে কিশোরী মেয়েরা খেলা করে।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© **2012 IJFANS. All Rights Reserved**, **UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022**

'কইন্যা বিয়া'র সবচেয়ে আকর্ষিত অনুষ্ঠান হচ্ছে ' তেনার কন্যা ভাসানী'।

গ্রামের কিশোরী মেয়েরা পূর্বে স্থির করে নেয়, কার বাড়ির কনের সাথে কার বাড়ির বরের বিয়ে হবে। কার বাড়ির বর কোন বাড়ির কনেকে বিয়ে করবে। সম্পূর্ণ বিবাহের অনুষ্ঠান পালিত হয় কনের বাড়িতেই । এই ক্ষেত্রে বরকর্তার কোন অসুবিধা থাকে না। উৎসবের মুখ্য ভূমিকা পালন করেন কিশোরীরা। বাড়ির বয়স্কা মহিলাদের সান্নিধ্যে বা সহযোগিতায় কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয় দুটি পুতুল, বর এবং কনের সাজে সজ্জিত করে রাখা হয়। এই পুতুল তৈরি করার মধ্যে বয়স্কা মহিলাদের থাকে গোপন প্রতিযোগিতা এবং শৈল্পিক নিদর্শন। লক্ষণীয় 'কইন্যা বিয়া' উপলক্ষে স্থানীয় আচার - অনুষ্ঠান, বিবাহের প্রাথমিক নিয়ম- নীতি এগুলো পালিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, কিশোরী ঘটকের ভূমিকায় বিবাহ পাকা হয়। এই বিয়ে অনুষ্ঠানে বর- কনের মা -বাবার দায়িত্ব পালন করেন কিশোরীরাই। বিবাহ উপলক্ষে প্রথমদিন নিমন্ত্রণ,তারপর মঙ্গলাচরণ, আদ্রিস্নান, অধিবাস, তারপরের দিন বিবাহানুষ্ঠান । ঐদিন নির্দিষ্ট কনের বাড়িতে খুব ছোট করে একটি কুঞ্জ বানিয়ে সাজানো হয়, আলপনা অংকনও হয় । তারপর আরেক দল কিশোরী গ্রামের অন্য রাস্তা ঘুরে বরকে নিয়ে কনের বাড়িতে উপস্থিত হন, তারপর মিষ্টিমুখ, পুতুলের সাত পাক, মালাবদল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুতুলের বিয়ে সম্পূর্ণ হয়। লক্ষণীয়, যদি বৈশাখ মাসের ৩০ তারিখের পূর্বে বিবাহ অনুষ্ঠান পালিত হয়, তাহলে পুতুল বর-বধুকে কাগজের বাক্সে (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জুতোর বাক্স) রাখা হয়। পরের দিন সকালে তাদেরকে আবার জাগানো হয়। আবার সন্ধ্যার পরে তাদেরকে ঘুম পড়ানো হয়। এইভাবে বৈশাখ সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যা রাতে পুতুল কনে শ্বশুরবাড়ি রওয়ানা দেয়। বস্তুত সন্ধ্যা রাতেই 'তেনার কইন্যা ভাসানি' অনুষ্ঠান পালিত হয়। আবার কোথাও কোথাও বৈশাখ মাসের ৩০ তারিখ বিকেল বেলা পুতুল কনের বিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা রাতেই 'ভাসানি' পর্ব শেষ করা হয়।

'কইন্যা বিয়া' নামক আনন্দ উৎসবে ছোট ছোট ছেলে -মেয়ে, কিশোরী, বৃদ্ধা সবাই অংশ নেন। 'কইন্যা বিয়া' উপলক্ষে গ্রামের মহিলারা বিবাহের গীত গান। প্রচলিত বিশ্বাস এই বিবাহ মূলত শিব গৌরীর বিবাহ। উল্লেখ্য, বরাক উপত্যকার নতুন বিবাহিত দম্পতিকে দেখে এখনো অনেকেই শিব- গৌরীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন। 'কইন্যা বিয়া'র অনুষ্ঠানে গ্রামের মহিলারা ধামাইল নৃত্য সহযোগে গান পরিবেশন করেন। 'কইন্যা বিয়া' উপলক্ষে জামাই আনার মুখ্য গান হচ্ছে,

" আমর তলে ঝুমুর ঝামুর কলার তলে বিয়া।
আইলারে রঙ্গিলার জামাই মুটুক মাথায় দিয়া।।
মুটুকেরও তলে তলে সিন্দুরেরও ফোটা।
সিন্দুরের ফোটা নায়রে কাজলেরও ফোটা।
আইলারে রঙ্গিলার জামাই মুটুক মাথায় দিয়া।।"(রেণুবালা দাস)

২) "আমার বাড়ি যাইও তুমি
আমার পুড়ির বিয়া গো ভইনারী
কাইল বিকালে আইবা রঙ্গিলার জামাই

তোমার পুয়া পুড়ি লগে লইও
সঙ্গে লইয়া তোমার জামাই গো ভইনারী
কাইল বিকালে আইবা রঙ্গিলার জামাই"(সুপ্রিয়া শর্মা)

এবার আসা যাক 'তেনার কইন্যা ভাসানী' নামক অনুষ্ঠানে। সেদিন কলা গাছের বাকল অথবা সুপারির খোল দিয়ে একটি নৌকা নির্মাণ করা হয়। নির্মীয়মান নৌকায় মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে বর- কনেকে বসিয়ে দেওয়া হয়,সাথে চিড়া, খই, নকুল - বাতাসা দেওয়া হয় । এই উৎসব অনুষ্ঠানে মিষ্টিমুখ করানোর রীতি প্রচলিত। মিষ্টি বলতে,বুঝিয়া বুন্দিয়া (বুঁদে) নকুল- বাতাসা । তারপর নৌকাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তখন গ্রামের ছোট ছোট ছেলে- মেয়ে জলে নেমে সাঁতার কেটে মিষ্টি খেয়ে নিত । প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, সন্ধ্যার প্রাক মুহূর্তে পুতুল কনে শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করে। সেই সময় নেমে আসে বিষাদের ছায়া। গ্রামের বয়স্কা মহিলারা বিচ্ছেদের গান ধরেন,
বৈশাখ মাসের কন্যা ভাসানীর গানঃ
১) "হাইল খাইলায় না বিরইন খাইলায় না
কইন্যা - কন্যা মাই গো
খিরার ফুল ফুটিব জিঙ্গার ফুল,
ফুটিব মায়ের মনে উঠিব
গাটিত দিলাম চিড়া-কলা
নায়ে বইয়া খাইও
উজান গাঙ্গে না যাইও মাগো
ভাটিওল গাঙ্গে যাইও।
উজান গাঙ্গে গেলে মাগো
নাইয়া ধরিয়া খাইবো।
কন্যা মাই গো।" (রেনু বালা দাস)

২) "মায়ে কান্দইন ঝিয়ের গলায় ধরি
তোমারে বিয়া দিয়া থাকমু কেমন করি।
যাও যাও গো ঝি পরম আনন্দে
শ্বশুর আর শাশুড়ির করিও সেবা।"(সুপ্রিয়া শর্মা)

প্রসঙ্গক্রমে, বরাক উপত্যকার বিখ্যাত লোক গবেষক, অধ্যাপক অমলেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন ,'সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে লৌকিক উৎসব গুলি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। দেশীয় উপাদান ব্যবহার করে আমরা এখনও ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করছি। 'তেনার কইন্যা ভাসানো'র মত লৌকিক উৎসবগুলিকে যদি যথাযথভাবে বিচার- বিশ্লেষণ করতে পারি, তাহলে ইতিহাস রচনার একটি ভারতীয় রীতি উদ্ভাবন করতে পারি।'

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022

(২)

বরাক উপত্যকা প্রকৃত অর্থে কৃষি নির্ভর একটি জনপদ। কৃষিকে কেন্দ্র করে উক্ত অঞ্চলে একাধিক লোকাচার ও লোকবিশ্বাস প্রচলিত। লক্ষণীয়, বৈশাখ মাস হচ্ছে আমন বা হৈমন্তিক ধানের জন্য জমি প্রস্তুত করার উপযুক্ত সময়। সেই সময় যদি বৃষ্টি না হয় বা অনাবৃষ্টির আশঙ্কা থাকে তাহলে, মানুষ বৃষ্টির দেবতাকে প্রার্থনা জানায়। মানুষ প্রার্থনা জানিয়েও যখন নিশ্চিত হতে পারে না তখনই কৃষিকেন্দ্রিক জীবন সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে সৃষ্টি হয় নানা যাদুবিশ্বাসের। লক্ষণীয় মানব সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীর জলবায়ুরও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই সামাজিক বিবর্তনে জলবায়ুর গুরুত্ব অপরিসীম। বরাক উপত্যকা কৃষি প্রধান অঞ্চল হওয়ার সুবাদে বৈশাখ মাসকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখা হয়। ঋতু বৈচিত্রে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে রৌদ্রের তেজে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, তখন মানুষ কামনা করে বৃষ্টির। আর এই বৃষ্টির আবাহন থেকে সৃষ্টি হয় নানা লোক উৎসব। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুভব করেছেন ষড়ঋতুর বৈচিত্রের মধ্যেই প্রকৃতির সৌন্দর্য। নতুনের বার্তা বহনকারী বৈশাখ মাসকে কবি আহ্বান করেছেন এইভাবে,

" এসো এসো এসো হে বৈশাখ
তাপস নিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।।
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।" [২]

বরাক উপত্যকার কৃষি কেন্দ্রিক অধিকাংশ লোকাচার গুলি মেয়েরাই পালন করে থাকে। আমাদের বরাক উপত্যকার জনজীবন প্রকৃত অর্থেই প্রকৃতি নির্ভর। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বরাক উপত্যকার কৃষি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় বরাক উপত্যকায় বৈশাখ মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খনার বচনের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি, বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে যদি ভালো বৃষ্টি হয়, তাহলে আউশ ধানের ফলন ভালো হয়।

" বৈশাখের প্রথম জলে।
আশু ধান দ্বিগুণ ফলে।।
খনা বলে শুন ভাই,
তুলায় তুলা অধিক পাই।।
আউস ধান্য জন্মিবে নিশ্চয়।" [৩]

পল্লীকবি জসীমউদ্দীন ষড়ঋতুর খেয়ালি রূপকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রীষ্মের শুরুতেই প্রচন্ড রৌদ্রের তাপে মাঠ - ঘাট সব শুকিয়ে যায়। এই অবস্থায় এক পশলা বৃষ্টির জন্য গ্রামের মানুষ আকুল প্রার্থনা জানায়।

" চৈত্র গেল ভীষণ খরায়,বোশেখ রোদে ফাটে,
এক ফোঁটা জল মেঘ চোঁয়ায়ে নামল না গাঁর বাটে।
আড়িয়া মেঘা,হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022

নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁন্দুর দিব, সিঁন্দুর মেঘের গায়
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।।" [৪]

লক্ষণীয়, সঠিক সময়ে যদি বৃষ্টিপাত না হয়, তাহলে নানা বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। প্রকৃতির খেয়ালি রূপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় মানুষ ব্যাঙের বিয়ে, কইন্যা বিয়া, বদনা বিয়া, পুণ্যি পুকুর ব্রত, বসুধরা ব্রত ইত্যাদি পালন করে থাকে। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত না হলে দুটি ব্যাঙের কাল্পনিক বিয়ের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বস্তুত বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙের বিবাহকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় তা পুরোপুরি যাদুবিশ্বাস থেকেই উদ্ভূত। আমাদের বরাক উপত্যকার 'কইন্যা বিয়া'র সাথে সম্পর্ক যুক্ত ময়মনসিংহ অঞ্চলের (বাংলাদেশ) 'পুতলা বিয়া' নামক একটি অনুষ্ঠান কৃষক সমাজে প্রচলিত। " কাল, উপলক্ষ, পদ্ধতির দিক থেকে ব্যাঙ বিয়া ও পুতলা বিয়া অভিন্ন প্রায় অনুষ্ঠান। ব্যাঙের স্থলে জোড় পুতুলের কাল্পনিক বিবাহের আয়োজন করে গীতাদি সহকারে আচারটি পালন করা হয়। আকাশের বৃষ্টি আবাহনই এর উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে মাগন, শিরণী প্রভৃতি গ্রাম্য আচার যুক্ত হয়ে আছে। ব্যাঙ বৃষ্টির অলৌকিক সম্পর্ক না থাকলেও একটা নৈসর্গিক সম্পর্ক আছে, কিন্তু পুতুল বৃষ্টির সম্পর্ক সূত্র দুর্নিরীক্ষ্য। পানিতে ভিজানোর মধ্যে নকল তোলার চেষ্টা আছে। মাগনের গীতে বৃষ্টির কামনা অবিভক্ত। বৃষ্টির অভাবে 'পুতুল বধুর' ব্যবহারিক জীবনের দুর্ভোগের চিত্র আঁকা হয়েছে। এতে গ্রাম্য বধুর বাস্তব জীবনের ছায়াপাত আছে।

' পুতলারে যাইবে পরের ঘর।
ভাডীর দেশঅ মেঘ নাই।।
গোছল করার পানি নাই।
পুতলারে যাইবে পরের ঘর।।
ভাডীর দেশঅ মেঘ নাই,
বাসুন ধুইবার পানি নাই।
পুতলারে যাইবে পরের ঘর।।
ভাডীর দেশঅ মেঘ নাই,
বোর ক্ষেতের আশা নাই,
পুতলারে যাইবে পরের ঘর।।" [৫]

বস্তুত বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকায় পালিত 'কইন্যা বিয়া' নামক যে লোকাচার তার সাথে সরাসরি বৃষ্টির কোনো সম্পর্ক না থাকলেও পালিত লোকাচারে বিবাহ শব্দটি যুক্ত হয়েছে। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য নর-নারীর মিলন। অর্থাৎ উর্বরতাকেন্দ্রিক ধারণা থেকেই গড়ে উঠেছে বিবাহের লৌকিক আচারগুলি। 'কইন্যা বিয়া' নামক লোকাচারেরর মধ্যে নিহিত আছে বৃষ্টির ইন্দ্রজাল। লক্ষণীয় বৃষ্টির কামনা ভালো ফসলের জন্য এবং বিবাহ নারীর সন্তান উৎপাদন জন্য । দুটি বিষয়ই সমপ্রক্রিয়া হিসেবে সম্পর্কযুক্ত। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় কৃষি কাজে নারীর ভূমিকা অপরিহার্য ছিল । যেহেতু নারীর

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022

সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক, অর্থাৎ প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজে ভূমি এবং নারী অভিন্ন উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। তাই বলা যেতে পারে, 'কইন্যা বিয়া'র অন্য আরেকটা তাৎপর্য, কৃষিজীবী মানুষের ঐকান্তিক উর্বরতা ও ফসল কামনারই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং বৃষ্টির কামনায় 'বিবাহ' শব্দ সূত্রেই সম্পর্কযুক্ত। বাস্তব নর- নারীর বিবাহের লোকাচারের মধ্যে অনুকরণমূলক যাদুবিশ্বাসের পরবর্তী ধাপে হয়তো 'কইন্যা বিয়া, ব্যাঙের বিয়া, পুতলা বিয়া ইত্যাদি প্রতীক বিবাহে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য ' কইন্যা বিয়া'র 'ভাসানী' অনুষ্ঠানের মুখ্য গানে 'ধানে'র প্রসঙ্গ লক্ষনীয়, 'হাইল থাইলায় না বিরইন থাইলায় না' (শালি ধান, বিরুণ ধান)। কারণ বৈশাখ মাসে বৃষ্টিপাত হবে তারপরেই ধান চাষ হবে। কিন্তু, তার আগেই যে কন্যার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তা উক্ত বিষাদের গানের মধ্যে ব্যক্ত।

(৩)

হঠাৎ করেই কোন একটি লোক উৎসব সৃষ্টি হয় না, তারও কোন নেপথ্য ইতিহাস থাকে। বস্তুত অষ্টাদশ শতকের বাল্য বিবাহের রূপক অনুষ্ঠান 'কইন্যা বিয়া' নামক লোক উৎসব। তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সমাজে বহুবিবাহ এবং গৌরীদান প্রথার প্রচলন ছিল। পরবর্তী সময়ে কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সমাজেও কৌলিন্য প্রথা প্রবেশ করে । এই কৌলিন্য প্রথাই বাঙালি সমাজকে অন্ধকার জগতের দিকে ক্রমশ টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বস্তুত," অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিবারস্থ মেয়েদের বিবাহ আট, দশ বছর বয়সেই হয়ে যেত। এরূপ বিবাহকে গৌরীদান বলা হত। মেয়েকে গৌরীদান করাই সকলের লক্ষ্য থাকত। আট পার হয়ে গেলে ন' বছর বয়সে যে বিবাহ হত, তাকে রোহিনীদান বলা হত, আর দশ বছর বয়সের বিবাহকে বলা হতো কন্যাদান। দশ পার হয়ে গেলে(কুলীনকন্যা ছাড়া) মেয়ের বাপকে এক ঘরে করা হতো। সেজন্য সকলেই দশের মধ্যে মেয়ের বিবাহ দিত। বিয়ে সাধারণতঃ ঘটক বা ভাটের মাধ্যমে হত।"[৬]

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় গৌরীদানই প্রশস্ত বিবাহ হিসেবে ধরা হয়েছে। তাছাড়া অনূঢ়া মেয়ের বয়স দশ পেরিয়ে গেলেই তাঁর পরিবারকে সমাজ এক ঘরে করে রেখে দিত। সেই ভয় থেকেই কন্যার পিতা বা অভিভাবকরা কন্যাকে দশ বছরের মধ্যেই পাত্রস্থ করতেন। লক্ষণীয় সমাজ ব্যবস্থায় কৌলিন্য প্রথা রক্ষা করতে গিয়েই বাল্যবিবাহের প্রচলন হলেও অন্য আরেকটা কারণ ছিল, বিধর্মীর নারী লোলুপতা, বর্গী, মগ এবং ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে কন্যা সন্তানকে রক্ষা করা। মগ ফিরিঙ্গিদের পাশবিক অত্যাচারে নারীরা ছিল জর্জরিত। যে সমস্ত নারীরা মগ বা ফিরিঙ্গিদের সামান্য ছোঁয়াচ পেত, তারা আর কোনদিন জীবনের মূল স্রোতে ফিরতে পারত না। বালিকা থেকে যুবতী কন্যা কেউই তাদের লোভাতুর দৃষ্টি থেকে মুক্তি পেতেন না। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' আমরা লক্ষ্য করতে পারি,

" ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে ধরি বাদি দেয় তার গলা এ।।
একজনা ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণএর ভরে ত্রাহি শব্দ করে।।" [৭]

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022

বস্তুত সবকিছু মিলিয়ে বাল্যবিবাহ বহুল প্রচলিত রীতি হিসেবে সমাজে মান্যতা পেয়েছিল। বাল্যবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথা হিন্দু রমণীদেরকে অসহায় করে পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে দেয়। বস্তুত "মধ্যযুগের বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলিন্য প্রথা যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তাতে কুলীন কন্যাদের বিবাহ যে মাত্র দুষ্কর হয়ে উঠেছিল তা নয়; বিভ্রাটেও সামাজিক অশুচিতায় পরিণত হয়েছিল।" [৮] লক্ষণীয়, সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রাচীনকালে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি পন্ডিতগণ কিছু বিধি- নিষেধ সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মহর্ষি মনু নারী পুরুষের বিবাহের উপযুক্ত বয়স নির্ধারণ করেছেন এই ভাবে -

"ত্রিংশদ্বার্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম।

এ্যষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ।। ৯৪।।

(ত্রিশ বছর বয়সের পুরুষ বারো বছর বয়সের মনোমত কন্যাকে বিবাহ করবে, অথবা চব্বিশ বছর বয়সের পুরুষ আট বছরের কন্যাকে বিবাহ করবে। এর দ্বারা বিবাহযোগ্য কাল প্রদর্শিত হল মাত্র। তিন গুণের বেশি বয়সের পুরুষ এক গুণ বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করবে, এর কম বেশি বয়সে বিবাহ হলে ধর্ম নষ্ট হয়।)" [৯] কিন্তু ধর্মসূত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ও মহাভারতে বাল্যবিবাহের উল্লেখ থাকলেও তার অনেক ব্যতিক্রমও আছে। মহাভারতে কোন বালিকা বিবাহের উল্লেখ নেই। "যে সকল মহিলার উল্লেখ আছে তাহারা প্রত্যেকেই পূর্ণ যুবতী অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে যে একাধিক স্বয়ম্বরের কাহিনী আছে তাহাও বাল্য-বিবাহের বিরোধী।" [১০] অন্যদিকে ষোড়শ শতকের পন্ডিত রঘুনন্দন তাঁর উদ্বাহতত্ত্বে লিখেছেন, " কন্যার রজোদর্শন হইবার পূর্বেই কন্যাদান প্রশস্ত। ৮ বৎসরের কন্যাকে গৌরী বলে,৯ বৎসরের কন্যা রোহিনী,১০ বৎসরের কন্যা ইহার পর রাজস্বলা হয়। অতএব ১০ বছরের মধ্যে যত্ন সহকারে কন্যাকে প্রদান করা কর্তব্য।"[১১]

বস্তুত রঘুনন্দনের এই বিধানের উপর নির্ভর করেই বাংলায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। মূলত ঋতুসঞ্চারের পূর্বেই মেয়েদের বিবাহ দিতে হবে। তাছাড়া মানুষের পাপ মুক্তির কারণ হিসেবে হিন্দুদের বিধি-বিধানে যে দশবিধ সংস্কার আছে, তার মধ্যে বিবাহ হচ্ছে শেষ এবং চরম সংস্কার। বস্তুত কৌলিন্য প্রথা থেকেই বাল্যবিবাহের উদ্ভব হয়েছিল।

" কিন্তু মধ্যযুগের অল্প সংস্কার এই মতটিকে ধর্মের অঙ্গ রূপে গণ্য করিয়া বিনা বিচারে ইহা পালন করিত এবং গৌরীদান করিয়া ওই কন্যার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃকুলে একুশ পুরুষ মাতৃকুলে ছয় পুরুষ অক্ষয় স্বর্গ লাভের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিত।" [১২] বাল্যবিবাহের দোষ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মন্তব্য, "স্মৃতি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিনাম- বিবেচনা- পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।" [১৩] প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ওয়েস্টারমার্ক বিবাহ প্রথা প্রসঙ্গে বলেছেন," পরিবার গঠন করে স্ত্রী- পুরুষের একত্র বাস করা থেকেই বিবাহ প্রথার উদ্ভব হয়েছে। বিবাহ প্রথা থেকে পরিবারের সূচনা হয়নি।"[১৪]

লক্ষণীয় বিষয়, শাস্ত্রকারদের বিধানের উপর নির্ভর করেই নিজের কন্যাকে বালিকা অবস্থাতেই যেভাবেই হোক পাত্রস্থ করেন শুধুমাত্র কৌলিন্য মর্যাদা রক্ষার জন্যই। মূর্খ, অযোগ্য, বয়স্ক পাত্র হলেও কন্যার পিতা তাহার হাতে কন্যা দান করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন। পরবর্তী সময়ে সেই কন্যার দুঃখের প্রতি একবারও তারা দৃষ্টিপাত করেন না। সবদিক দিয়ে

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022

বাল্যবিবাহ অতি প্রচলিত একটি রীতি হিসেবে সমাজে মান্যতা পেয়েছিল। পরিচিত একটি ছড়াতে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, " দোল দোল দোলনি /রাঙ্গা মাথায় চিরুনি,/ বর আসবে এখুনি/ নিয়ে যাবে তখুনি।" ছোট ছোট বালিকা মেয়েদেরকে দোলনায় ঘুম পাড়ানোর সময় তাদের অপরিণত মাথায় চিরুনি চালিয়ে তাদেরকে সেই সময় থেকেই বিয়ের সাজে সজ্জিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করি । আমাদের আলোচ্য 'কইন্যা বিয়া' নামক অনুষ্ঠানটি আসলে সেই গৌরীদান প্রথারই রূপক অনুষ্ঠান। বস্তুত সময়ের পরিবর্তনে পুরাতন সংস্কৃতির অনেক ধ্যান-ধারণা বা প্রচলিত নিয়ম-নীতির অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। তথাপি গৌরীদান বা বাল্যবিবাহের মতো সমাজে মান্যতা প্রাপ্ত সংস্কারের প্রতীক 'কইন্যা বিয়া' নামক অনুষ্ঠান।

(8)

নদীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নানা আচার- অনুষ্ঠান পালন হতে আমরা দেখেছি। নদী কেন্দ্রিক জনপদে বৈশাখ মাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জলই জীবন, এই কথা গ্রামীণ মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিল,তাই চলমান কৃষি সংস্কৃতির উৎস হিসেবে বৈশাখ মাসের বৈচিত্র লক্ষণীয়। তাছাড়া সেই সময়ে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছিল নদীপথ বা জলপথ। বস্তুত বরাক উপত্যকার বিভিন্ন আচার- অনুষ্ঠান, পূজা -পার্বণের ইতিহাসে নিহিত রয়েছে বৃহত্তর ও বঙ্গ সংস্কৃতির নানা উপাদান। বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতির দুটি ধারা 'কৃষিভিত্তিক ও নৌ- বাণিজ্য কেন্দ্রিক'।

নৌ -বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি লোক উৎসব এখনও উক্ত উপত্যকায় প্রচলিত। 'তেনার কন্যা ভাসানী', 'নৌকা টানা' (মনসা পূজা ও দূর্গা পূজা উপলক্ষে), 'নৌকা পূজা' ইত্যাদি। মূলত নৌ- বাণিজ্যের সূত্র ধরেই এইসব উৎসবের উৎপত্তি হয়েছিল। তাছাড়া, 'নৌকাবাইচ' নামক একটি লোকক্রীড়ার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েও আমরা নৌ-বাণিজ্য কেন্দ্রিক সভ্যতার ইঙ্গিত পেয়ে থাকি। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত 'মনসা পূজা' এবং 'দুর্গাপূজা' উপলক্ষে কলাগাছের 'খোল' দিয়ে তৈরি প্রতীকী নৌকা নির্মাণ করা হয়। বিশেষ করে দুর্গাপূজার নবমীর দিন এবং মনসা পূজার দিন এই প্রতীকী নৌকার বিশেষ পূজা দেওয়া হয়। তারপর নৌকাটানার প্রচলন। নৌকা টানতে টানতে সংগীত পরিবেশন করা হয়। নৌকাটানার গান ধামাইল নৃত্য সহযোগে দলবদ্ধ গান। একটি গান এখানে তুলে ধরা হলো,

'নৌকা আইলরে খেলনা আইলো ধাইয়া
আপনি ভবানী মাও কাড়ার ধরিয়া, কিরে-
হয়- হয়- হইয়া।
নৌকা আইলরে কৈলাস থাকিয়া,
সেবকের ভাড়ারে নৌকা তুল নারে গিয়া
কিরে, হয় -হয়- হইয়া।।
নৌকা আইলো ধাইয়া খেলনা আইলো ধাইয়া
আপনি ভবানী মাও কাড়ার ধরিয়া, কিরে-
হয় -হয় -হইয়া।
সোনা- রুপা- হীরা- মানিক -মনি- মুক্তা লইয়া,

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022

আপনি ভবানী মাও কাড়ার ধরিয়া কিরে,
হয় -হয় -হইয়া।'(সুপ্রিয়া শর্মা)

বস্তুত নৌকাটনার সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে বাণিজ্য । লক্ষণীয়, "আজ থেকে বহু বছর পূর্বেই বরাক উপত্যকায় নৌকা-টানা উপলক্ষে মেলা বসত। বহুদুর দুরন্ত থেকে মানুষ দল বেঁধে নদীর ঘাটে উপস্থিত হতেন মেলা দেখতে। একদিকে যেমন দূর দূরান্ত থেকে মানুষেরা তাদের প্রতিকী নৌকা নিয়ে নদীর ঘাটে হাজির হন, তেমনই অনেকে তাদের আসল নবনির্মিত নৌকা নিয়ে সেই ঘাটে উপস্থিত হতেন।" [১৫]

তাছাড়া, বরাক উপত্যকায় মহাসমারোহপূর্ণ দেবী মনসার আর এক ধরনের পূজার প্রচলন রয়েছে, সেই পূজার নাম 'নৌকাপূজা'। বস্তুত 'নৌকাপূজা' হলেও নৌকা এখানে শুধুমাত্র বাহন। বাঁশ- কাঠ ও কাপড় দিয়ে বিশাল আকৃতির একটি নৌকা নির্মাণ করে তার উপর বিভিন্ন স্তরে-স্তরে নানা পৌরানিক দেব-দেবীর সঙ্গে মধ্যমণি হিসেবে দেবী মনসাকে বসিয়ে পূজা দেওয়ারই নাম 'নৌকাপূজা'। এই 'নৌকাপূজা'র মধ্যে নিহিত আছে নৌ -বাণিজ্যের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য," নৌকা পূজার মূর্তিতে আর্য- ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দেব দেবী পরিবেষ্ঠিত মনসা বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিতা। এই পূজার উদ্ভবের পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে প্রাচীন ভারতের আর্থ- সামাজিক জীবনের এক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের চিহ্ন।" [১৬]

আমরা ধারণা করতে পারি, প্রাচীনকালে বরাক উপত্যকায় নৌ- বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। বরাক নদী বিধৌত কৃষি প্রধান অর্থনীতির অঞ্চল হিসেবে নৌ- বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য আদান -প্রদানের সম্পর্ক ছিল। 'তেনার কইন্যা ভাসানী'র মুখ্য গানে ব্যক্ত হয়েছে-

'গাটিত দিলাম চিড়া-কলা
নায়ে বইয়া খাইও
উজান গাঙ্গে না যাইও মাগো
ভাটিওল গাঙ্গে যাইও।' -। যেহেতু এই যাত্রা অনেক দিনের, সেই জন্য খাদ্যবস্তুও দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া যাত্রাপথের নিদর্শন ইত্যাদির মধ্যে আমরা নৌ-বানিজ্য যাত্রার পূর্বাভাস লক্ষ্য করতে পারি। সেই সময় যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান বাহন ছিল নৌযান। লক্ষণীয়, নদীমাতৃক বরাক উপত্যকায় 'মনসা পূজা' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই জনপ্রিয়তার পশ্চাৎপটে আছে নৌ- বাণিজ্য। তার প্রমাণ আমরা 'Copper Plates Of Sylhet' গ্রন্থের ইন্দ্রেশ্বর নৌবন্ধ অংশে পেয়ে থাকি।

"য়সহিতাঃ।রত্নএয়ভূমিবর্জিতাঃ।ইন্দ্রশ্বরনৌবন্ধপ্রতিবদ্ধদশদ্রো (দ্রৌ)ণিকত্বা পঞ্চাশংপাটকবহিঃ। " [১৭]

তাছাড়া রাজা গোবিন্দ কেশবের প্রথম তাম্রশাসনে লক্ষ্য করা যায়, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চল তিনি বিভিন্ন কাজে ভূমিদান করেছিলেন। যেমন বরাক উপত্যকার- কাটাখাল, শালচাপড়া, মুলিকান্দি, দোহালিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের নাম 'ভাটেরার তাম্রশাসনে' আমরা লক্ষ্য করি। এই সূত্র ধরে শ্রীহট্টের সাথে সুরমা- বরাক উপত্যকায় একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022

গড়ে ওঠে। তাছাড়া বরাক উপত্যকার প্রচলিত বিভিন্ন লোকাচারেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

" 31 - পাঙ্গালে হল ৫ বাটী আমতলীকে হল ২ সিংহ ডরে বাটী ১ ভাসনাটেঙ্গরীক ভুকে ৬ গুড়াবরীকে বটী ২ কাটাখালে -
38 - জাগাপাস্তরে নাটরান গ্রামদ্বয়ে ভূহল ৫ বাটী ২ সলাচাপড়াকে মূলীকান্দি পূর্বে সাগরপশ্চিমে ভূ -
44 - মর হ* ৫ দোহালিয়া আখালিছড়াকে ভূহল ১০ বাসুদেবশাসন পূর্বে ভূহল ৫ বোবাছড়াদক্ষি - " [১৮]

বারো মাসে তেরো পার্বণ বাঙালিদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই আছে কোন না কোন উৎসব। বরাক উপত্যকায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। অনেক সময় নানা উৎসব বা নানা লোকাচার আমাদের কাছে যুক্তিহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা সেইসব উৎসব বা লোকাচারকে অস্বীকার করতে পারিনা। কারণ এইসব লোক উৎসবের পেছনে আছে দীর্ঘদিনের পরম্পরাগত অভিজ্ঞতা, তাছাড়া লোক উৎসবগুলো শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত নয়, মানুষ তাদের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত লোক জীবনের নিজস্ব সম্পদ তাদের লোকসংস্কৃতি।

দীর্ঘকাল থেকে গড়ে ওঠা মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, জীবনধারণ শৈলী, চিত্ত বিনোদনের উপায় ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বিচিত্রধর্মী, বহুমুখী সংস্কৃতি। সময়ের বহমানতায় অনেক প্রাচীন সংস্কৃতি, অনেক ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, প্রথা, প্রচলিত বিশ্বাস, প্রচলিত নিয়ম-নীতির অনেক পরিবর্তন হলেও নানা প্রাচীন বিশ্বাস, আচার -অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আছে 'কন্যা বিয়া'র মতো অনেক লোকানুষ্ঠান । লোকজীবনের সংহতি ও সংস্কৃতির মিলনে আজও 'কইন্যা বিয়া' নামক লোক উৎসবগুলো আজও বেঁচে আছে। " প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন ও একাকী- কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া বৃহৎ।"[১৯]

****

ব্যক্তি ঋণ :

১) রেণু বালা দাস,গ্রাম - কাটিগড়া (সিদ্ধিপুর), কাছাড় জেলা, বয়স - ৬৫ বৎসর, পূর্ব নিবাস- জালালপুর (প্রথম খন্ড, কাছাড়), পোস্ট অফিস - কাতিরাইল, পিন কোড- ৭৮৮৮০৪, তথ্য সংগ্রহের তারিখ- ০৬/০৭/২০২২
২) সুপ্রিয়া শর্মা, গ্রাম -সালেহপুর, বয়স-৬০ বৎসর, পূর্ব নিবাস- সরলা (উত্তর ত্রিপুরা), জেলা- কাছাড়, পোস্ট অফিস- নরসিংহপুর, পিন কোড - ৭৮৮১১৫, তথ্য সংগ্রহের তারিখ- ০৪/০৬/২০১২।

তথ্যসূত্র :

১) রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ- অগ্রহায়ণ - ১৪১০, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা - ১০৩
২) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান (অখন্ড), (স্বরবিতান -২),বিশ্বভারতী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- আশ্বিন-১৩৩৮, পৃষ্ঠা-৪৩২
৩) শীল রামলাল কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত, খনার বচন বা জ্যোতিষ সংগ্রহ, ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী, কলিকাতা,১৩৩২ সাল, পৃষ্ঠা-১৬

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper© **2012 IJFANS. All Rights Reserved**, **UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, 2022**

৪) উদ্দিন জসিম, নকশী কাঁথার মাঠ, পলাশ প্রকাশনী-২০১০, ঢাকা -বাংলাদেশ-১০০০, পৃষ্ঠা-১২

৫) আহমদ ডক্টর ওয়াকিল, বাংলার লোক- সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি - ঢাকা -২, প্রকাশকাল- অক্টোবর-১৯৬৫, পৃষ্ঠা-২৩২/২৩৩

৬) সুর অতুল, আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ -১৪ এপ্রিল-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৮৬/৮৭

৭) সুর ডঃ অতুল, বাঙালা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর-২০১৮, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-২৮৫

৮) সুর অতুল,চোদ্দ শতকের বাঙালী, উজ্জল সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ- জুলাই-১৯৯৪, পৃষ্ঠা-২৭/২৮

৯) বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দু, মনুসংহিতা (সুলভ সংস্করণ), নবম অধ্যায়, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কোলকাতা -৬, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-১৪১২, পৃষ্ঠা-৪০২

১০) মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাঙলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড (আধুনিক যুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট,কলকাতা-১৩, প্রথম সংস্করণ- মাঘ-১৩৭৮,পৃষ্ঠা-৩৫৭

১১) পূর্বোক্ত, বাঙলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড (আধুনিক যুগ), পৃষ্ঠা-৩৫৭

১২) পূর্বোক্ত, বাঙলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড (আধুনিক যুগ), পৃষ্ঠা-৩৫৭

১৩) মৌলিক শ্রী দিপ্তেন্দ্রনাথ(প্রকাশক), দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য (প্রথম খন্ড),মৌলিক লাইব্রেরী,১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-মে -১৯৫৯, পৃষ্ঠা-৪৯

১৪) সুর অতুল, ভারতের বিবাহের ইতিহাস, শঙ্খপ্রকাশন, প্রথম প্রকাশ - ভাদ্র - ১৩৬৭, কলিকাতা-৯, পৃষ্ঠা-২

১৫) ভট্টাচার্য মুকুন্দদাস, বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য গ্রামীণ নৃত্যকলা, প্রকাশিকা- ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-১(আসাম), প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৪৯/৫০

১৬) ভট্টাচার্য অমলেন্দু, বরাক উপত্যকার একটি অনন্য সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যঃ নৌকা পূজা, স্মরণিকা, বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন - এর উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক অধিবেশন, শিলচর (৪-৫-৬মে ২০০৭), বৈশাখ-১৪১৪, পৃষ্ঠা-৪০

১৭) Gupta Kamalakanta, Copper Plates of Sylhet' , Vol 1(7th - 11th Century AD), East Pakistan - 1967,Copied from the Antique Collection of Dr. Sujit Choudhury. Page - 99

১৮) পূর্বোক্ত, 'Copper Plates of Sylhet' , পৃষ্ঠা-১৬৪-১৬৫

১৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী (এয়োদশখন্ড), বিশ্বভারতী(১৯৬৭), কলিকাতা ,পৃষ্ঠা-৩৯৩

****